■ **কিরানাকার্ট টেক** সম্ভাব্য আইপিও-র আগে মালিক সংস্থার নাম বদলে রাখল জ়েপটো

জিএসটি রিটার্ন জমা নিয়ে আলোচনাসভা ক্যালাকাটা চেম্বার অফ কমার্সের

ব্যবসা বাণিজ্য

■ **জানুয়ারি-মার্চ ত্রৈমাসিকে** ভারত থেকে ৩০ লক্ষের বেশি আইফোন রপ্তানি করেছে অ্যাপল

মহাদেব বেটিং অ্যাপ, ইজ়মাইট্রিপের নিশান্ত পিট্টির বাড়িতে ইডি তল্লাশি

ঝ টি তি

ইঞ্জিনিয়ারিং রপ্তানি কমবে

■ **এই সময়:** ট্রাম্প প্রশাসন লোহা ও ইস্পাত এবং গাড়ির যন্ত্রাংশের উপরে অতিরিক্ত শুল্ক বসানোয় ভারত থেকে ইউএস-এতে ইঞ্জিনিয়ারিং রপ্তানি বছরে ৪-৫ বিলিয়ন ইউএস ডলার কমতে পারে বলে বুধবার আশঙ্কা প্রকাশ করেছে ইঞ্জিনিয়ারিং এক্সপোর্টস প্রোমোশন কাউন্সিল (ইইপিসি)। এক বিবৃতিতে ইইপিসি ইন্ডিয়া চেয়ারম্যান পঙ্কজ চাড্ডা জানিয়েছেন, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ইঞ্জিনিয়ারিং রপ্তানির অর্থাঙ্ক ছিল ১১৬.৬৭ বিলিয়ন ইউএস ডলার, যা সর্বকালীন রেকর্ড। তিনি বলেন, 'ইউএস লোহা ও ইস্পাত এবং গাড়ির যন্ত্রাংশের উপরে অতিরিক্ত শুল্ক চাপানোয় ইঞ্জিনিয়ারিং রপ্তানিতে ধাক্কা আসবে। এর ফলে ভারত থেকে ইউএস-এতে ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য রপ্তানির মোট মূল্য ৪-৫ ইউএস বিলিয়ন ডলার কমার সম্ভাবনা রয়েছে।' ইউএস ছাড়া অন্য বাজারগুলিতে চিন তাদের পণ্য আরও বেশি করে বিক্রি করার চেষ্টা করবে এবং তার ফলে ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য কড়া প্রতিযোগিতার মুখে পড়বে বলে মনে করছে ইইপিসি।

বিমানবন্দর নিয়ে

■ **এই সময়:** আগামী পাঁচ বছরে ভারতে নতুন বিমানবন্দর তৈরি-সহ ৫০টি বিমানবন্দর উন্নয়নের প্রকল্প হাতে নেওয়ার পরিকল্পনা করেছে কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় বিমান সচিব ভুমলুনমাঙ্গ ভুয়ালনাম বুধবার জানিয়েছেন, সার্বিক ভাবে অ্যাভিয়েশন ইকোসিস্টেম উন্নত করার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। এখন ভারতে ১৫৯টি বিমানবন্দর চালু রয়েছে। ২০১৪ সালে সংখ্যাটি ছিল ৭৪। বিমান সচিব জানিয়েছেন, আগামী পাঁচ বছরে নতুন বিমানবন্দর গড়ে তোলার পাশাপাশি এখনকার বিমানবন্দরগুলিরও সম্প্রসারণ করার পরিকল্পনা রয়েছে। পিপিপি মডেলে বিমানবন্দরগুলির উন্নয়নের উপর তিনি জোর দিয়েছেন।

স্টারলিঙ্ক-গয়াল

■ **এই সময়:** বুধবার ইলন মাস্কের স্যাটেলাইট ইন্টারনেট পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা স্টারলিঙ্কের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠক করেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গয়াল। বৈঠকে ভারতে স্টারলিঙ্কের বর্তমান পার্টনারশিপ এবং ভবিষ্যৎ বিনিয়োগ পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হয়। এ দিন তাঁর এক্স (সাবেক টুইটার) হ্যান্ডলে গয়াল লেখেন, 'স্টারলিঙ্কের ভাইস প্রেসিডেন্ট চ্যাড গিবস এবং সিনিয়র ডিরেক্টর রায়ান গুডনাইট সমেত প্রতিনিধিদলের সঙ্গে দেখা হলো। স্টারলিঙ্কের অত্যাধুনিক প্রযুক্তি প্ল্যাটফর্ম, তাদের বর্তমান পার্টনারশিপ এবং ভারতে ভবিষ্যতে বিনিয়োগের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হয়েছে।'

জুপিটার ফান্ড

■ **এই সময়:** ভ্যালুকোয়েস্ট স্কেল ফান্ডের কাছ থেকে ৫০০ কোটি টাকার বিনিয়োগ পেয়েছে ফোটোভোল্টেইক সোলার সেল উৎপাদনকারী এবং সোলার পাওয়ার সলিউশন প্রদানকারী সংস্থা জুপিটার ইন্টারন্যাশনাল। সম্প্রতি এক বিবৃতিতে এ কথা জানিয়েছে কলকাতার সংস্থাটি। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার শহরের সংস্থাটিতে বিনিয়োগ করল ভ্যালুকোয়েস্ট। এর মাধ্যমে সৌরশক্তি ক্ষেত্রে জুপিটার ইন্টারন্যাশনালের বৃদ্ধি এবং সম্প্রসারণ নিয়ে তাদের আস্থা প্রকাশ করেছে বিনিয়োগকারী সংস্থাটি।

এতিহাদে ছাড়

■ **এই সময়:** গরমের ছুটিতে তুরস্ক, গ্রিস, স্পেন এবং ফ্রান্স সমেত বিশ্বের একাধিক গন্তব্যে বেড়াতে যাওয়ার সময় উড়ানে ভারতীয়দের ৩০ শতাংশ ছাড় দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে এতিহাদ এয়ারওয়েজ়। চলতি বছরের ১ মে থেকে ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ভ্রমণের ক্ষেত্রে এই ছাড়ের সুবিধা পাওয়া যাবে বলে উড়ান সংস্থাটির তরফে জানানো হয়েছে। তবে, এর জন্য ২৮ মার্চের মধ্যে উড়ানের টিকিট বুক করতে হবে। সান্তোরিনি, অ্যান্টালিয়া এবং নাইসের মতো মরশুমি রুটগুলিতে উড়ানের ক্ষেত্রেও এই ছাড় দেবে এতিহাদ। সম্প্রতি তাদের আর্থিক ফলাফল ঘোষণা করেছে আরব আমীরশাহীর সরকারি উড়ান সংস্থাটি। গত বছর ৪৭৬ মিলিয়ন ইউএস ডলার মুনাফা করেছে এতিহাদ।

বোয়িং-বেজিং দ্বন্দ্বে লাভ ভারতের?

ম্যাক্স জেট বিমান হাতে পাওয়ার সময় কমতে পারে আকাশ-এয়ার ইন্ডিয়ার

এই সময়: ইউএস এবং চিনের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্কের টানাপড়েনের কারণে লাভ হতে চলেছে ভারতীয় উড়ান সংস্থাগুলির। ইউএস-এর সঙ্গে শুল্ক যুদ্ধের কারণে উত্তেজনার পারদ ক্রমাগত চড়তে থাকায় দেশের উড়ান সংস্থাগুলিকে মার্কিন সংস্থা বোয়িং-এর কাছ থেকে বিমান কেনা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছে চিন সরকার। চিন থেকে পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে ১৪৫ শতাংশ শুল্ক বসিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন। তার প্রেক্ষিতে মার্কিন সংস্থার তৈরি পণ্য যতটা সম্ভব বয়কট করার পথে হাঁটার পরিকল্পনা নিয়েছে শি জিংপিং প্রশাসন। চিনা উড়ান সংস্থাগুলি প্রায় ১০০-টি বোয়িং৭৩৭ ম্যাক্স জেট বিমানের বরাত দিয়েছে। একই মডেলের অর্ডার দিয়েছে এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস এবং আকাশ এয়ার। এর সঙ্গে ১১-টি বোয়িং ৭৮৭ ড্রিমলাইনারের অর্ডারও দিয়েছে দুই ভারতীয় উড়ান সংস্থা।

চিনা উড়ান সংস্থাগুলি সে দেশের সরকারের কথা মেনে বরাত বাতিল করে দিলে সেই বিমান ভারতীয় উড়ান সংস্থাগুলির কাছে পৌঁছোবে বলে মনে করা হচ্ছে। কাজেই এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস বা আকাশ এয়ারের মতো ভারতীয় সংস্থাগুলিকে বিমান ডেলিভারি পেতে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হবে না।

সময়ের সঙ্গে যাত্রী সংখ্যা বাড়লেও পর্যাপ্ত বিমানের অভাবে পরিষেবা দেওয়ায় সমস্যা হচ্ছে দেশের উড়ান সংস্থাগুলির। আর সে কারণে নতুন বিমান কিনতে মার্কিন সংস্থা বোয়িং এবং ফরাসি সংস্থা এয়ারবাসের কাছে অর্ডার দিয়েছে ভারতীয় উড়ান সংস্থাগুলি।

শুল্ক-যুদ্ধের জের

উড়ান শিল্পের সঙ্গে যুক্ত বিশেষজ্ঞদের কথায়, 'চিনা উড়ান সংস্থাগুলির জন্য তৈরি করা বিমানের বেশ কিছু ভারতীয় ক্রেতাদের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হবে বলে আমাদের অনুমান। গত এক-দু'বছরে একই ঘটনা ঘটেছে। হোয়াইট টেল (নির্দিষ্ট উড়ান সংস্থার জন্য তৈরি বিমান অন্য সংস্থার কাছে বিক্রি করা হয়েছে) বিমান এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস এবং আকাশ এয়ারকে দিয়ে দেওয়া হয়।'

গত বছর ২৫-টি হোয়াইট টেল ম্যাক্স বিমান কিনেছে এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস। এর পাশাপাশি ২৫-টি অতিরিক্ত বিমান কেনার পরিকল্পনাও ছিল উড়ান সংস্থাটির। সম্প্রতি ইউএস এবং চিনের মধ্যে শুল্ক নিয়ে যে বিবাদ শুরু হয়েছে তার প্রেক্ষিতে আরও হোয়াইট টেল বা পারপস-বিল্ট বিমান কিনতে পারে সংস্থাটি।

সিয়াটেলে বোয়িং-এর যে অ্যাসেম্বলি লাইন শুধুমাত্র চিনা উড়ান সংস্থার বিমান তৈরির জন্য রাখা হয়েছিল তা অব্যাবহৃত থাকতে পারে। অন্যদিকে, এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস, আকাশ এয়ার সমেত ভারতীয় উড়ান সংস্থাগুলি অতিরিক্ত বিমান পেতে পারে। এর মধ্যে হোয়াইট টেল বিমানও থাকতে পারে বলে তাঁদের দাবি।

দেরিতে বিমান ডেলিভারি দেওয়ার কারণে সব থেকে সমস্যার মুখে পড়তে হয়েছে ভারতের নতুন উড়ান সংস্থা আকাশ এয়ারকে। বর্তমানে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি পাইলট নিয়োগ করে রেখেছে সংস্থাটি। পাইলটদের একটা বড় অংশ অধিকাংশ সময় বসে থাকার কারণে তাদের মনে হতাশা তৈরি হচ্ছে। এ মুহূর্তে পাওয়া গেলে অতিরিক্ত বিমান কেনার মতো আর্থিক ক্ষমতা রয়েছে এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস এবং আকাশ এয়ারের মতো উড়ান সংস্থাগুলির। কাজেই ইউএস-চিন বাণিজ্য যুদ্ধের উত্তাপ একদিকে লাভজনক হয়েছে ভারতীয় উড়ান সংস্থাগুলির কাছে।

হাত গুটিয়ে বসে থাকব না, ট্রাম্পকে চিন

এই সময়: বেশ একটা 'লেগে যা নারদ নারদ' ব্যাপার। মুখে ১৪৫% শুল্ক বৃদ্ধির কথা বললেও, তলায় তলায় চিন থেকে মার্কিন মুলুকে ঢোকা সিরিঞ্জে ২৪৫%, লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারিতে ১৭৩% হারে বর্ধিত আমদানি শুল্ক বসিয়ে দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বেজিং সেখানে ব্ল্যাঙ্কেট ১২৫ শতাংশেই শুল্ক-মিটার থামিয়েছে।

এমন অসম্ভব সব শুল্ক-হার ঘোষণার পর ট্রাম্প নির্বিকার মুখে বলছেন, 'দ্য বল ইজ় ইন চায়নাজ় কোর্ট। চায়না নিডস টু মেক এ ডিল উইদ আস। উই ডোন্ট হ্যাভ টু মেক এ ডিল উইদ দেম।'

পাল্টা তাল ঠুকে, বেজিং-এর বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র দাবি করছেন, 'উই ডোন্ট ওয়ান্ট কনফ্লিক্ট, বাট উই ওন্ট স্টে সাইলেন্ট অলসো। ইফ দ্য ইউএস ট্রুলি ওয়ান্টস টু রিজ়লভ ইস্যুজ় থ্রু ডায়ালগ, ইট মাস্ট স্টপ এগজ়ারটিং এক্সট্রিম প্রেসার'।

ফলে বোঝাই যাচ্ছে, দু'পক্ষই নরমে-গরমে প্রেসার পলিটিক্সের খেলাই খেলছে। যেখানে কে আগে ভাঙে, সেই নার্ভের লড়াই চলছে। তবে প্রাথমিক ভাবে কিছুটা নরম মনোভাব দেখিয়ে চিনা শীর্ষ প্রশাসনের তরফে এ দিন দাবি করা হয়েছে, বাণিজ্য ক্ষেত্রে শুল্কের হার নিয়ে যে মারপিটই হোক না কেন, সরকারি তরফে দেশের কোনও উড়ান সংস্থাকেই মার্কিন বিমান সংস্থা বোয়িং এর থেকে বিমান ডেলিভারি নেওয়ার ক্ষেত্রে কোনও ভাবেই কোনও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়নি।

বিশ্ব বাণিজ্যের পয়লা দুই দেশের তাল ঠোকাঠুকির মধ্যে পড়ে প্রাণ ওষ্ঠাগত বাকি বিশ্ববাসীর। কে কোন ক্যাম্পে নাম লেখাবে, তা নিয়ে তুমুল আলোচনা প্রশাসনের শীর্ষ মহলে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এমনই এক রাষ্ট্র, যাকে সমঝে চলতে বাধ্য বিশ্বের যে কোনও দেশ। পাশাপাশি, চিনের থেকে যে পরিমাণ বাণিজ্য এবং যে দামে বাণিজ্যের সুবিধা পেয়ে থাকে দেশগুলি, তা হঠাৎ করে ছেড়ে দেওয়াও সম্ভব নয়। অর্থনীতির পরিকাঠামোই ভেঙে পড়বে বিকল্প অন্য দেশ থেকে অনেক বেশি দামে ওই একই পণ্য আমদানি করতে।

যেমন ভারতের কথাই ধরা যাক। আমদানি-রপ্তানির অঙ্ক যা বলছে তাতে দু'দেশের মধ্যে ২০২৪ সালে বার্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ প্রায় ১১ লক্ষ কোটি টাকা। ওয়াশিংটনের পরেই যা তালিকায় দু'নম্বরে। এখন মার্কিন ফতোয়া মেনে এই পরিমাণ বাণিজ্য হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়াও যাচ্ছে না মূল্যবৃদ্ধি বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কায়। আবার ট্রাম্পের চাপে দ্বিপাক্ষিক যে বাণিজ্য-চুক্তির খসড়া তৈরি হচ্ছে, তাতে চিনের ভূমিকা অবশ্যম্ভাবী ভাবে কমবে। যে অনিশ্চয়তার আবহে ভারসাম্যের অবস্থান কোথায় লুকিয়ে, তা খুঁজে বেড়াচ্ছে পিএমও।

শেয়ারবাজার সূচক

সূচক	বন্ধ	বাড়া/কমা
সেনসেক্স	৭৭,০৪৪.২৯	(+) ৩০৯.৪০
নিফটি ৫০	২৩,৪৩৭.২০	(+) ১০৮.৬৫
মিডক্যাপ ১০০	৫২,৩৪৫.৫৫	(+) ৩৭১.১০
স্মলক্যাপ ১০০	১৬,৩৪৯.২৫	(+) ১৬৯.৯৫
নিফটি ব্যাঙ্ক	৫৩,১১৭.৭৫	(+) ৭৩৮.১৫

ডলার। পাউন্ড। ইউরো

কারেন্সি	ক্রয়মূল্য	বিক্রয়মূল্য
মার্কিন ডলার	৮৫.২০	৮৬.০৫
ব্রিটিশ পাউন্ড	১১২.১০	১১৪.৮২
ইউরো	৯৫.৮২	৯৮.৩৫

সোনা-রুপো

পাকা সোনা বার দাম (বৃদ্ধি/হ্রাস)	₹ ৯৫,২০০ (+ ১৭৫০)*
পাকা সোনা বার (পোর্শন)	₹ ৯৫,৭০০ (+ ১৮০০)*
হলমার্কযুক্ত গয়নার সোনা	₹ ৯০,৯৫০ (+ ১৭০০)*
রুপো (পোর্শন/কেজি)	₹ ৯৭,৬০০ (+ ১৭০০)*

*জিএসটি অতিরিক্ত, শর্তাবলী প্রযোজ্য
* সোনা প্রতি ১০ গ্রামের দাম

*অঙ্ক টাকায় *সূত্র: স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

১০% বেতন বাড়তে পারে ই-কমার্স ক্ষেত্রে

এই সময়: চলতি বছরে সব থেকে বেশি বেতন বাড়তে পারে ই-কমার্স ক্ষেত্রে। অনলাইন বিপণন সংস্থার কর্মীদের বেতন গত বছরের তুলনায় ১০ শতাংশের বেশি বাড়তে পারে বলে এক রিপোর্টে জানিয়েছে উপদেষ্টা সংস্থা আর্নস্ট অ্যান্ড ইয়ং। দেশের বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্রে বেতন সামান্য বৃদ্ধি পেলেও ডিজিটাল কমার্স সংস্থাগুলি কর্মীদের সব থেকে বেশি বেতন বাড়ানোর পাশাপাশি নতুন কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রেও কার্পণ্য করবে না বলেই রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে।

সার্বিক ভাবে চলতি বছরে বেতন ৯.৪ শতাংশ হারে বাড়তে পারে বলে মনে করছে আর্নস্ট অ্যান্ড ইয়ং। সে ক্ষেত্রে ২০২৪ সালের ৯.৬ শতাংশের তুলনায় তা কমবে। যা বেতন বৃদ্ধিতে সামান্য মন্দার ইঙ্গিত বহন করে।

আর্নস্ট অ্যান্ড ইয়ং

যদিও এর মধ্যে ব্যতিক্রম হতে চলেছে দেশের ই-কমার্স ক্ষেত্র। ডিজিটাল কমার্সের রমরমা, ক্রেতাদের খরচ করার প্রবণতা বৃদ্ধি এবং উন্নত প্রযুক্তির কারণে ই-কমার্স শিল্পক্ষেত্রে ১০ শতাংশের বেশি বেতন বৃদ্ধি পাবে বলেই আশা করা হচ্ছে।

অটোমোটিভ, ফার্মাসিউটিক্যালস, ম্যানুফ্যাকচারিং এবং আর্থিক পরিষেবা ক্ষেত্রেও গত কয়েক বছর ধরে ধারাবাহিক এবং স্থিতিশীল বেতন বৃদ্ধি নজরে আসছে। এই ক্ষেত্রগুলি তাদের মানবসম্পদে বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করছে। যা পক্ষান্তরে বিশ্বের বাজারে ভারতের উপস্থিতি আরও জোরদার করছে বলেই মনে করে উপদেষ্টা সংস্থাটি।

সার্বিক ভাবে কর্মীদের বেতন কম বাড়ালেও প্রতিভাধর কর্মীদের ধরে রাখতে কোনও কসুর বাকি রাখবে না দেশের সংস্থাগুলি। প্রতিভাধর কর্মীদের মোটা অঙ্কের কম্পেনশেসন দিতে পারে তারা। রিপোর্টে এমনটাই দাবি আর্নস্ট অ্যান্ড ইয়ং-এর।

দক্ষ পেশাদার কর্মীর অভাব সংস্থাগুলির সামনে অন্যতম চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ২০২৩ সালের তুলনায় ২০২৪ সালে দক্ষ কর্মীদের সংস্থা ছেড়ে চলে যাওয়া সামান্য কমেছে। আগে যা ১৮.৩ শতাংশ ছিল গত বছর সেটাই কমে ১৭.৫ শতাংশ হয়েছে। দেশের ৮০ শতাংশ সংস্থা শিক্ষিত এবং দক্ষ কর্মীর খোঁজ চালাতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছে। তথ্যপ্রযুক্তি এবং এনার্জির মতো যে শিল্পক্ষেত্রগুলিতে বিপুল চাহিদা রয়েছে তাদের সব থেকে বেশি এই সমস্যার মোকাবিলা করতে হচ্ছে।

দক্ষ কর্মী পেতে এবং তাদের ধরে রাখতে উপযুক্ত পুরস্কার দেওয়ার বিষয়টি ক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে সংস্থাগুলির কাছে। উন্নত কাজের পরিবেশ দিতে কর্মীদের মানসিক এবং শারীরিক স্বাস্থ্যের উপর বিশেষ জোর দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছে সংস্থাগুলি। সময়ের চাহিদা মেনে কর্মীদের কাজের সময় ফ্লেক্সিবল করা সমেত নানা সুবিধা দিতে শুরু করেছে তারা। মূলত উন্নত কাজের পরিবেশ এবং কর্মীদের সন্তুষ্টি বাড়াতে এই পদক্ষেপ করা হচ্ছে বলে রিপোর্টে জানিয়েছে আর্নস্ট অ্যান্ড ইয়ং।

রাজ্যে লগ্নি ঘোষণা ম্যাটিক্সের

এই সময়: ইন্ডাস্ট্রিয়াল ও স্পেশ্যালিটি কেমিক্যালস উৎপাদনে প্রবেশ করছে ম্যাটিক্স গ্রুপ। এ জন্য তারা ২,৬০০ কোটি টাকার বেশি লগ্নি করে পশ্চিমবঙ্গে একটি আইসো-প্রোপাইল অ্যালকোহল (আইপিএ) প্লান্ট গড়ে তুলবে। সংবাদসংস্থা জানিয়েছে, পূর্ব ভারতে এটিই হবে প্রথম আইপিএ প্লান্ট। ম্যাটিক্সের তরফে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, প্রস্তাবিত ইউনিটটিতে বছরে ৫০ হাজার টন আইপিএ উৎপাদিত হবে। পশ্চিম বর্ধমানের পানাগড়ে ম্যাটিক্সের যে সার কারখানা রয়েছে, সেখানেই এই নতুন প্লান্টটি ২০২৬-২৭ অর্থবছরে উৎপাদন শুরু করবে বলে আশা করা হচ্ছে। ম্যাটিক্সের পানাগড়ের কারখানায় এখন বছরে ১.২৭ মিলিয়ন টন ইউরিয়া উৎপাদন করার ক্ষমতা রয়েছে। তবে আইপিএ প্লান্ট গড়ে তোলার লগ্নি সংক্রান্ত বিষয়ে সংস্থার তরফে বিশদে জানানো হয়নি।

ফার্মাসিউটিক্যালস ও পার্সোনাল কেয়ার পণ্য উৎপাদন আইপিএ একটি গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামাল। ম্যাটিক্স জানিয়েছে, তাদের এই প্রকল্পের ফলে ভারতের বাজারে ঘরোয়া ভাবে উৎপাদিত কেমিক্যালের সরবরাহ বাড়বে এবং তা কেন্দ্রের 'আত্মনির্ভর ভারত' গড়ার ডাককে সহায়তা করবে।

উপদেষ্টা সংস্থা ম্যাকিনসে-র সহযোগিতায় করা একটি সমীক্ষার ভিত্তিতে ম্যাটিক্স কেমিক্যালস উৎপাদনের ব্যবসায় প্রবেশ করার পরিকল্পনা করেছে।

আইপিএ উৎপাদনের জন্য মূল কাঁচামাল অ্যাসিটোন-এর জোগান নিশ্চিত করতে হলদিয়া পেট্রোকেমের শাখা সংস্থা অ্যাডপ্লাস কেমিক্যালস অ্যান্ড পলিমার্স প্রাইভেট লিমিটেডের সঙ্গে মউ স্বাক্ষর করেছে ম্যাটিক্স।

ম্যাটিক্স ফার্টিলাইজ়ার্স অ্যান্ড কেমিক্যালস লিমিটেডের চেয়ারম্যান নিশান্ত কানোরিয়া বলেন, 'বড় কারখানা তৈরি করে এবং চালিয়ে আমরা আমাদের ক্ষমতা সফল ভাবে দেখিয়েছি এবং আজ আমরা পূর্ব ভারতের বৃহত্তম সার কারখানা।' তাঁর সংযোজন, 'আমাদের পরিকাঠামো এবং পরিচালন দক্ষতা কাজে লাগিয়ে আমরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ও স্পেশ্যালিটি কেমিক্যালস ক্ষেত্রে ঘরোয়া বাজারের বর্ধিত চাহিদা পূরণ করতে চাই।'

উল্লেখ্য, পূর্ব ভারতের সারের বাজারে ম্যাটিক্সের প্রায় ২০% অংশীদারি রয়েছে।

ডিএলএফ-২ কিনতে চুক্তি সৃজনের

এই সময়: কলকাতায় আইটি পার্ক ব্যবসা থেকে বিদায় নিচ্ছে ডিএলএফ। রাজারহাট নিউ টাউনে ডিএলএফ- ১ বিক্রি করার পর এবার ডিএলএফ- ২ আইটি পার্কও বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নিল ডিএলএফ। বুধবার শেয়ারবাজারকে দেওয়া এক বিবৃতিতে ডিএলএফ-এর তরফে জানানো হয়েছে 'ডিএলএফ টেক পার্ক' (ডিএলএফ- ২) ও তার সংলগ্ন ২৫.৯ একর জমি তারা সৃজন গ্রুপ-কে ৬৯৩ কোটি টাকায় বিক্রি করতে একটি চুক্তি সই করেছে। ডিএলএফ টেক পার্কে মোট লিজ়যোগ্য জায়গার পরিমাণ ১০,৫৪,৩৫৭ বর্গফুট। ওই আইটি পার্ক সংলগ্ন ২৫.৯ একর ফ্রিহোল্ড জমিও সৃজনকে বিক্রি করছে

ডিএলএফ। এ ব্যাপারে সৃজন গ্রুপের কর্তা কেশব আগরওয়াল জানিয়েছেন, তাঁরা নগদ অর্থে ডিএলএফ- ২ ও তার সংলগ্ন জমি কিনতে চুক্তি সই করেছেন। তিনি বলেন, 'এখনও কিছু প্রক্রিয়া বাকি রয়েছে। সেগুলি চূড়ান্ত হওয়ার পরেই আমরা ডিএলএফ- ২ টেক ওভার করব।'

শেয়ারবাজারকে দেওয়া ডিএলএফ-এর বিবৃতি অনুযায়ী, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ডিএলএফ টেক পার্ক-এর টার্নওভার ছিল ৮৬.২৬ কোটি টাকা।

গত বছরের নভেম্বরে ডিএলএফ ইনফো সিটি ডেভেলপার্স (কলকাতা) লিমিটেড কলকাতা টেক পার্ক- ১ আরডিবি প্রাইমার্ক টেকনো পার্ক এলএলপি-কে ৬৩৭ কোটি টাকায় বিক্রি করতে চুক্তি সই করেছে। প্রাইমার্ক ও আরডিবি গ্রুপের যৌথ সংস্থা আরডিবি প্রাইমার্ক টেকনো পার্ক।

বিয়ের ভরা মরশুমে লাখের দোরগোড়ায় কড়া নাড়ছে সোনা

এই সময়: চলতি এপ্রিলের অর্ধেক পার। তা-ও এপ্রিল-মে-জুন মিলিয়ে নয় নয় করে এখনও খানবিশেক বিয়ের ডেট রয়েছে। তারপর মাসচারেকের টাইম-আউট। ফের নভেম্বর-ডিসেম্বরে আরও খানকুড়ি। চলতি বছর যেখানে এ রকম রেটে বিয়ে রয়েছে, সেখানে কোন আক্কেলে বছরের ১০৬ দিন পার হতে না হতেই সোনার দর প্রতি ১০ গ্রামে ১৮ হাজার টাকা চড়ে যায়? শতাংশের বিচারে চলতি বছরে বুধবার পর্যন্ত সোনার দাম বেড়েছে ২৩.৪%। যেখানে গোটা ২০২৪ সালে সোনার দর বেড়েছিল সাকুল্যে ২১%। আর ২০২৩ ও ২০২২ সালে যথাক্রমে ১৫% ও ১৪%।

একমাত্র মেয়ের বিয়ে বলে কথা। 'গা মোড়া গয়না' দেওয়ার গল্প এখন শুধুই ইতিহাসের পাতায়। সমাজ-লৌকিকতা বলে তো একটা বিষয় রয়েছে। হাত-কান-গলা মিলিয়ে যেটুকু সোনা না দিলে কথা উঠে যেতে বাধ্য, তার জন্য বাজেট আগে থেকেই মোটামুটি একটা ছকাই ছিল। শেয়ারবাজারে টালমাটাল চলছে সেই গত বছরের সেপ্টেম্বরের শেষ থেকে। দাম কমবে-কমবে আশাতেই পুজো এসে গেল। তারপর ধনতেরাস থেকে লাফ শুরু সোনার দামে। একটা ক্ষীণ আশা ছিল, মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনটা ভালোয় ভালোয় মিটে গেলে শেয়ারবাজারে স্থিতাবস্থা ফিরবে। সেক্ষেত্রে সোনার দাম কমার একটা ভালো সম্ভাবনা থাকত।

কিন্তু হোয়াইট হাউসে ঢুকেই যে ভাবে এগজিকিউটিভ অর্ডারের বন্যা বইয়ে দিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প, তাতে ওঠার বদলে শুয়ে পড়েছে বাজার। আর পোয়াবারো হয়েছে সোনার। তারপর এসেছে ট্রাম্পের 'রেসিপ্রোক্যাল ট্যারিফ' মিসাইল। আর সেই গতিতেই বাড়তে শুরু করেছে সোনার দাম।

আগের প্ল্যানে ফাইনাল কেনাকাটাটা তোলা ছিল পয়লা বৈশাখের অফারের সময়ের জন্য। ছকটা ছিল, এই সময় প্রায় সব দোকানই মেকিং চার্জে অনেকটাই ডিসকাউন্ট দেওয়ায় দামের ছেঁকাটা কিছুটা হলেও পুষিয়ে যেত আগের হিসেবে। কিন্তু চলতি বছরে যে ভাবে রকেটের গতিতে ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে সোনা, তাতে সব হিসেব ঘেঁটে ঘ। পরিস্থিতি এমনই যে কোন খাতে কাটছাঁট করে সেই টাকাটা গ্যাটিস দেবেন গয়নার জন্য, সেই ভাবনাই রাতের ঘুম উড়িয়ে দিয়েছে। সামনেই অক্ষয় তৃতীয়া। ভালো দিনটায় সোনার কেনাকাটাটা সারতে পারবেন, এমন গ্যারান্টি দিতে পারছেন না কেউই। তখন দাম কোন মগডালে উঠে যাবে, কে জানে?

বিশ্ব-দেশের বাকি শহরের হিসেব নিয়ে মাথা ঘামাবেন পরে। ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের হিসেব বলছে, পয়লা বৈশাখে সোনার দাম অল্প কমলেও দোসরার দুসরায় কাহিল শহরবাসী। একদিনেই পাকা সোনার (২৪ ক্যারেট) দর বেড়েছে ১৮০০ টাকার বেশি (কর ধরে)। গয়নার সোনার দরের অবস্থাও একই, একদিনে বেড়েছে ১৭০০ টাকা। এ ভাবে চললে সোনা তো অচিরেই লাখের মাইলস্টোনে পৌঁছে যাবে, কিন্তু কেনাকাটার কী রকম দফারফা হবে সেটা কী ভেবে দেখেছেন?

পরিসংখ্যান বলছে, বুধবার নয়াদিল্লিতে প্রথমবার ৯৮ হাজারের গণ্ডি পেরোল সোনা। যা সর্বকালীন নজির। একই ভাবে আন্তর্জাতিক বাজারেও ইতিহাস গড়ে সোনার দর পৌঁছে গেল ৩,৩০০ ডলার/ট্রয় আউন্সে। অঙ্কের বিচারে এই নিয়ে বিশ্ববাজারে গত ১২ মাসে ৪০ শতাংশ বাড়ল সোনার দর। বিশেষজ্ঞদের দাবি, ওয়াশিংটন-বেজিং বাণিজ্য যুদ্ধে যে ভাবে শুল্ক-হারের বোমাবর্ষণ চলছে, তাতে অনিশ্চয়তা কমার কোনও লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। পাশাপাশি মার্কিন বন্ড ইল্ডের দরও বাড়তে থাকায় বিনিয়োগকারীরা লগ্নির মোটা অংশ 'সেফ-হেভেন' অ্যাসেট সোনায় ঢুকিয়ে রাখছেন। যা ক্রমাগত টেনে তুলছে সোনার দরকে। ভারতে এর সঙ্গে যোগ করুন বিয়ের মরশুম। কেনাকাটা করতেই হবে বাধ্যবাধকতা থাকায়, দোকানমুখো হতে হচ্ছে অনেককেই। নমো-নমো করে কিনলেও বিলটা যা দাঁড়াচ্ছে, তার তাতে ভালোই ছেঁকা লাগছে হাতে।

মাসকয়েক অপেক্ষা করলে দাম কমবে? এটা লাখটাকারও দামি প্রশ্ন!

বিশেষজ্ঞমহলের একাংশের দাবি, মাসদু'য়েকের পর সোনার দরে কিছুটা পতন আসতে বাধ্য। বিরুদ্ধ মতও রয়েছে। তাঁদের দাবি, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ক্ষেত্রে মার্কিন-চিন দ্বন্দ্ব সহজে মেটার নয়। বছরশেষের আগেই সোনা সওয়া লাখে পৌঁছে গেলেও আশ্চর্যের কিছু থাকবে না। কাকে বিশ্বাস করতে পারবেন, ভাবা শুরু করে দিন। সময় কম।

ওয়েস্ট বেঙ্গল কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ় লিমিটেড কর্তৃপক্ষের হাতে ন্যাশনাল ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি অ্যাওয়ার্ড ২০২৪ তুলে দিচ্ছেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গয়াল। নয়াদিল্লির ভারত মণ্ডপমে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে—এই সময়

সমীক্ষায় 'সুখীতম' দেশ ভারত, বাস্তবে একরাশ প্রশ্ন

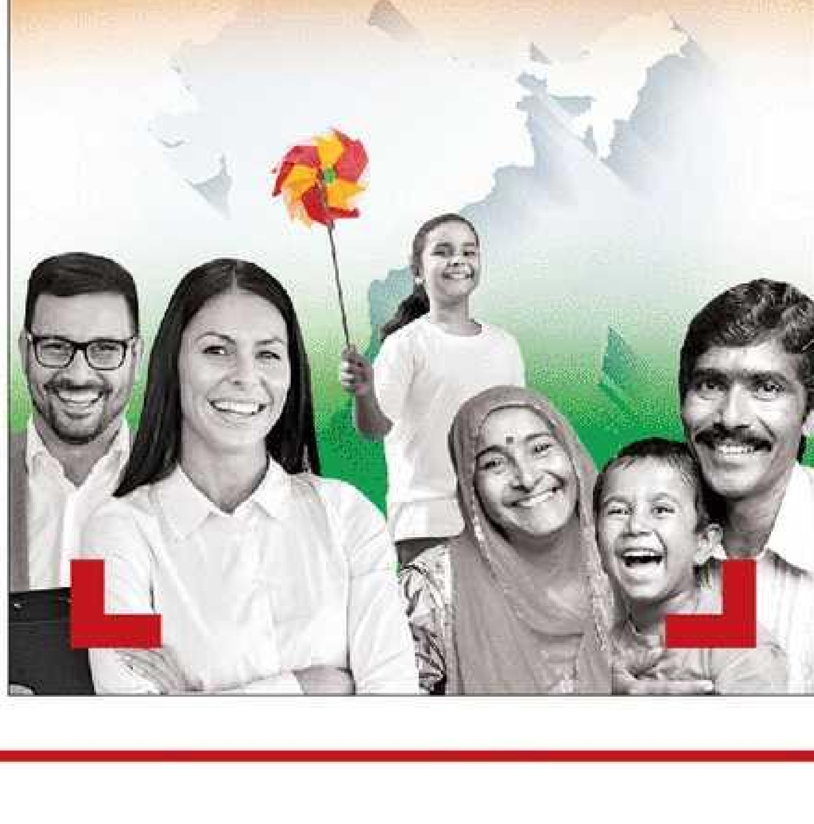

এই সময়: বিশ্বের সব থেকে সুখী দেশের শিরোপা জুটল ভারতের মাথায়। অন্যদিকে, পূর্ব চিন সাগরের পার্শ্ববর্তী জাপানের বাসিন্দারা মোটেই সুখে নেই। ফরাসি গবেষণা সংস্থা ইপসস-এর এক সমীক্ষায় এমনটাই জানা গিয়েছে। ফরাসি সংস্থাটির রিপোর্টে ভারত বিশ্বের সব থেকে সুখী দেশ হিসেবে গণ্য হলেও বাস্তব কি সত্যিই তাই? এই প্রশ্ন উঠতে বাধ্য। কারণ, ২০২৫ সালের ওয়ার্ল্ড হ্যাপিনেস ইনডেক্স অনুযায়ী, বিশ্বের ১৪৭-টি দেশের মধ্যে সুখের নিরিখে ১১৮তম স্থানে ভারত ঠাঁই পেয়েছে।

ইপসস-এর রিপোর্ট যেখানে সংশ্লিষ্ট দেশের মূল্যবৃদ্ধি, মানুষের দৈনন্দিন জীবন নিয়ে অভিমত ইত্যাদিকে গুরুত্ব দেয়, সেখানে গড় আয়ু, সামাজিক সমর্থন, উদারতা, স্বাধীন ভাবে বসবাসের সুযোগ, দুর্নীতির পরিমাণ প্রভৃতি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে সুখ নির্ধারণ করা হয় ওয়ার্ল্ড হ্যাপিনেস ইনডেক্সে। তবে, ৩০ দেশের মানুষের মধ্যেও ভারতীয়রা বেশি সুখী হয়, তাই বা কম কী!

ইপসস-এর চালানো সমীক্ষায় বিশ্বের সব থেকে সুখী দেশ হিসেবে ভারতের নাম উঠে এসেছে। এ দেশের ৮৮ শতাংশ মানুষ নিজেদের হয় সুখী বা অত্যন্ত সুখী বলে দাবি করেছেন। তুলনায় জাপানের স্থান তালিকার প্রায় নিচের দিকে। বিশ্বের ৩০-টি দেশের মধ্যে এই সমীক্ষা চালায় ইপসস। আর তাতে দেখা যাচ্ছে তালিকার ২৭ নম্বরে জাপানের স্থান। সে দেশের মাত্র ১২% মানুষ নিজেদের খুব সুখী বলে মনে করে।

জাপানের জনসংখ্যার মাত্র ১৩ শতাংশ তাদের জীবনের বর্তমান গুণমান নিয়ে সন্তুষ্ট। সমীক্ষায় অংশ নেওয়া দেশগুলির মধ্যে যা সব থেকে কম। একই সময়ে ভারতের ৭৪ শতাংশ মানুষ তাঁদের বর্তমান জীবনযাত্রায় স্বচ্ছন্দ রয়েছেন বলে মনে করেন।

> জিডিপি বৃদ্ধির হার, জীবন সম্পর্কে স্বাধীন ভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগেই বাজিমাত ভারতের

ইপসস সমীক্ষা

৩০ দেশের ২৪ হাজার মানুষের উপর চালানো এই সমীক্ষা চালানো হয়। কলম্বিয়া এবং ইন্দোনেশিয়া সমেত বিশ্বের অনেক উন্নয়নশীল দেশের মানুষের মধ্যে আশা এবং সুখ, দুই ঊর্ধ্বমুখী। অথচ, জাপান মানসিক এবং সামাজিক মন্দা পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে টেম্পল ইউনিভার্সিটির টোকিয়ো ক্যাম্পাসের সমাজ বিজ্ঞানের অধ্যাপক হিরোমি মুরাকামির কথায়, 'জাপানের অধিকাংশ মানুষই নিজেদের হেরে যাওয়ার দলে ফেলছেন। এ ধরনের ভাবনার একাধিক কারণ রয়েছে। তবে, এতদিন আমরা পণ্যের দর কমতে দেখেছিলাম, এখন তা বাড়তে আরম্ভ করেছে। যা সব থেকে বেশি দুশ্চিন্তার।'

বছরের পর বছর প্রায় শূন্য মূল্যবৃদ্ধি দেখার পরে এখন কস্ট-অফ-লিভিং সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে জাপানিদের। পূর্বাভাস অনুযায়ী, চলতি বছরে সে দেশে মূল্যবৃদ্ধি ১২.২ শতাংশে দাঁড়াতে পারে। অথচ, বিশ্বের অন্যান্য বেশ কিছু দেশে বেতন বৃদ্ধি পেলেও জাপানের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে। প্রবীণ নাগরিকদের বিশেষ করে নির্ধারিত পেনশনের উপর নির্ভর করে দিন গুজরান করতে হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, প্রতি বছর ২০ মার্চ দিনটিকে আন্তর্জাতিক সুখ দিবস হিসেবে পালন করা হয়। আর সে দিনই 'ওয়ার্ল্ড হ্যাপিনেস ইনডেক্স' বা 'বিশ্বের সুখ-সূচক' প্রকাশ করে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ওয়েলবিয়িং রিসার্চ সেন্টার'।

এখন প্রশ্ন হলো, এই তালিকা তৈরির ক্ষেত্রে কোন কোন সূচককে গুরুত্ব দেওয়া হয়? একটি দেশ কতটা সুখী, তা কোন কোন মানদণ্ডে স্থির করা হয়? এ ক্ষেত্রে মূলত সংশ্লিষ্ট দেশগুলির নাগরিকদের কাছে দৈনন্দিন জীবনযাপন কেমন, তা জানতে চাওয়া হয়। সে দেশের মানুষজন গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনে অভ্যস্ত কি না, একসঙ্গে খাবার ভাগ করে খায় কি না, বিপদে একে অপরের পাশে দাঁড়ায় কি না, তা গুরুত্ব সহকারে দেখা হয়।

ভারতের ক্ষেত্রে দুর্নীতি বিপক্ষে গেলেও জিডিপি বৃদ্ধির হার, জীবন সম্পর্কে স্বাধীন ভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ সহায়ক হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।